Sailajananda Falguni Smriti Mahavidyalaya

Dept.of History

Teacher's name - Prof.Prabir Mukhopadhyay

Study materials for B.A 6th sem students

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ঃ- ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে চীন বিদ্রোহের কারণ, ব্যর্থতা, ফলাফল আলোচনা কর। এই বিদ্রোহ কি অসমাপ্ত ছিল ?

উত্তর ঃ- ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে বিদ্রোহ যে যে কারণে ঘটেছিল সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায় —

(১) রাজনৈতিক কারণ ঃ- চীং শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। চীনের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করেছিল দেশের বহু আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনগুলির ক্রম পরিণতি। ১৯০৬ খ্রিঃ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে কমপক্ষে সাতটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এই বিক্ষোভগুলি প্রমান করে যে, চীং সরকার ও মাঞ্চু রাজবংশকে উচ্ছেদ করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০৮ খ্রিঃ মাদাম জুসির মৃত্যু এবং এসময় থেকে ১৯১১ খ্রিঃ এপ্রিল মাস পর্যন্ত চীনের বড় শহরে চারটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল যে, রাজবংশকে টিকিয়ে রাখার মত শাসনশীর্ষে আর কেউ নেই। প্রথমত: রাজপরিবারের মধ্যে দুর্বলতা ও পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে রাজকার্য অপেক্ষা শিকার, সাঁতারকাটা এবং সঙ্গীতের প্রতি অধিক আকর্ষন ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত শাসনের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। রাজনৈতিক ভিত্তি যার উপর ছিল অত্যন্ত দুর্বল। চীনের রাজবংশ জনসাধারনের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি সুস্পষ্টভাবে হারিয়েছিলেন। বিপ্লব দমনের নামে নিপীড়ন এবং অত্যাচার বিদেশীদের কাছে সৈন্য ভাঁড়া (নেওয়ার) ফলে আত্ম বিক্রয় ও জাপানের কাছে যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় - এই সব কিছু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পূর্ণ করেছিল।

(২) অর্থনৈতিক কারন ঃ- প্রতিটি অভ্যুত্থানের পিছনে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯১১ খ্রিঃ অভ্যুত্থানের চীনে সেই ভূমিকা পালিত হয়েছিল। চীনের জনসাধারনের কাছে। ১৮৪২- ১৯১১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় সীমা ছিল অর্থনৈতিক দুর্দশার বিবরণের সময় বিদেশী মূলধনের প্রবেশ, বিদেশীদের পরিবহন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ চীনের কুঠির শিল্পকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলেছিল। পরিবহনব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পুরানো পনিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ কর্মহীন ও ভবঘুরে হয়ে পড়েছিল। তদুপরি অভ্যুত্থান দমনের নামে বিদেশী সম্রাটবর্গের চাপিয়ে দেওয়া ঋনের বোঝা বর্ধিতহারে কর সংগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত হতে থাকায় চীনের সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ প্রবল হয়েও প্রাকৃতিক কারণে শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ ও বন্যার প্রকোপ এসব চীনের মানুষের কাছে চিরসাথী ছিল। ক্ষুধার্ত মানুষ দুঃখ কষ্টে ভারাক্রান্ত হলে মাঞ্চু রাজবংশ ও তার প্রতিনিধিবর্গ বা আমলাতন্ত্র কষ্ট দূর করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহন করত না। সাধারণভাবে এই সমস্ত অত্যাচার, অবহেলা এবং অব্যবস্থা ১৯১১ খ্রিঃ বিদ্রোহের পটভূমি রচনা করেছিল।

(৩) ধর্মীয় কারণ ঃ- ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার এবং ধর্মযাজকদের

Scanned with CamScanner

চীনের শহরে, বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে প্রবেশ ও সেখানে তাদের কার্যকলাপ এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ধর্মান্তরিত চীনের লোকদের সঙ্গে চীনের ধর্মাবলম্বী মানুষের বিবাদের ক্ষেত্রে, আর্থিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন তার ফলে সেই বিক্ষোভ চীন সরকারের উপর রূপান্তরিত হত। কারণ সাধারণ মানুষ চীন সরকারের প্রশাসনের কাছে এই সমস্ত অবিচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পেত না Confucious এবং তার শিষ্য Menclus বলেছেন যে, সম্রাট যদি প্রজাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করতে না পারেন তাহলে প্রজাদের অধিকার আছে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার। ধর্মীয় এই মাঞ্চু বিদ্রোহের ধর্মনৈতিক যুক্তি বা যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করা হয়েছে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাঞ্চু এবং চৈনিকদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ এবং সেই কারণে বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

(৪) কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ঃ- ১৯১১ খ্রী: চীনের বিদ্রোহ ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কগত এবং ক্ষমতাগত লড়াই। যার মধ্যে অনেক সময় নায়ক সামন্তকর্মী এবং বহু বড় বড় ব্যবসায়ী জড়িত ছিল। যে পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল এর মধ্যে এই অবস্থাটি পরিস্ফুট হয়ে আছে।

(৫) রেলওয়ে সংক্রান্ত বিরোধ এনচাওসেচুয়াও ঃ- ১৯১১ খ্রিঃ প্রথমদিকে এনচাও থেকে ক্যান্টন এবং এনচাও থেকে সেচুয়াও পর্যন্ত দীর্ঘ রেলপথ নির্মানের জন্য কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকা এই চারটি রাষ্ট্র একটি (Consartium) কনসেটিয়াম প্রদান সমিতি গঠন, যার উদ্দেশ্য ছিল চীনকে ঋণ দেওয়া এবং যার বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ গ্রহন করা। চীনের সাধারণ মানুষের কাছে রেলপথ সংক্রান্ত চুক্তি বিদেশীদের অনুপ্রবেশ এবং শোষনের অন্যতম পথ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। চীনে যারা বড় বড় ব্যবসায়ী বা ঠিকাদার তারা এবং প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের অনেকেই কেন্দ্র সরকারের সাথে বিদেশীদের রেলপথ সংক্রান্ত চুক্তিকে প্রদেশের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করল। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিবাদে এবং জনবিক্ষোভের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাগে উপলব্ধি করে নাই। সেং-সুয়ার-হুই-এর মতে সুবিধাবাদী ব্যক্তিগণ এই অবস্থায় চীনের সাধারণ মানুষের পক্ষে, নিজেদের মূলধন বৃদ্ধির স্বার্থে কেন্দ্রীয় নীতিকে সমর্থন করে সংকটকে আরো ঘনিভুত করে তোলেন। ঐতিহাসিক ক্লাইভের মতে এই অবস্থা থেকে মাঞ্চু বিরোধী অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

<u>প্রত্যক্ষ কারণ</u> ঃ- হুপে প্রদেশের কিছু ছাত্র এবং কিছু সৈনিক একত্রিত হয়ে বিদ্রোহের রূপ রেখা রচনার জন্য তৈরী হয়েছিল। মাঞ্চু সরকারের পুলিশ হঠাৎ সেই অবস্থায় তাদের আবিষ্কার করে এবং গুলি করে। উ-চাং অঞ্চলে এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রায় ২০,০০০ সৈনিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন, উ-চাং বিদ্রোহ দ্রুত আগুনের মতো বিভিন্ন প্রদেশে ছাড়িয়ে পড়ে। ইয়াং সি উপত্যকার দ: সাংহাই ও ক্যান্টনে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। মাঞ্চু রাজবংশের দুর্বল প্রতিনিধিত্ব বুঝতে পারেন বংশানুক্রমে শাসন ব্যবস্থা আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিদেশ থেকে ফেরত সান-ইয়াৎ সেন্ তুং-সেন-হুই নামক দলটিকে পুনর্গঠিত করে নতুন উদ্যমে মাঞ্চু বিরোধী বিদ্রোহের

Scanned with CamScanner

সামিল হন। চীনে ঘোষিত হয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার। যার নেতৃত্বে প্রথমে আসেন সান-ইয়াৎ-সেন, ইউয়ান-সি-কাই।

বিদ্রোহের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা বা একটি অসমাপ্ত বিদ্রোহ :- (ক) স্থানীয় প্রকৃতি :- ১৯১১ খ্রিঃ আন্দোলন বা বিদ্রোহ মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটাতে সক্ষম হলেও কয়েকটি দিক থেকে এই বিদ্রোহ খুবই জটিল ছিল। এই দুর্বলতাগুলিই ছিল বিদ্রোহের (১৯১১) ব্যর্থতার কারণ। যেমন এই বিদ্রোহের ধরণ ছিল একান্তভাবে স্থানীয় প্রকৃতির এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার ফলে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। এছাড়া বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল দুর্বলতা এবং জাতীয় পরিকল্পনা ব্যাতিরেকই এটি গড়ে উঠেছিল।

(খ) বিদ্রোহীদের মধ্যে মতভেদ :- এছাড়া বিদ্রোহী নায়কহীন বিদ্রোহে অংশগ্রহনকারীদের মতভেদ বিদ্রোহকে দুর্বল করে দিয়েছিল। যেমন উচাং গ্রুপ চেয়েছিল সমস্ত বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকে একত্রিত করে উচাং বিদ্রোহী কাউন্সিলের নেতৃত্ব নিয়ে আসতে, আবার ক্যান্টন অঞ্চলে সাংহাই গ্রুপ চেয়েছিল উচাং গ্রুপের নেতৃত্বে না যেতে বিদ্রোহের নেতৃত্বে কাদের বাদীদের নিয়ন্ত্রনে রাখতে। এভাবে উচাং ও সাংহাই গ্রুপের মধ্যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েন চলে। এবং সেই কারণে প্রতি বিপ্লবী শক্তিগুলি প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ লাভ বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের পতন সম্ভব হলেও প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনের পথে অনাতম বাধা হিসাবে কাজ করে সমস্ত শক্তি ও সমরবাদ। ইউয়ান-সি-কাই বাহিরে থেকে নিজের উচ্চাকাঙ্খা, বিদ্রোহ বিরোধী মনভাবকে গোপন রেখে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক খেলা খেলেছিলেন যা থেকেও সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্রোহীদের দুর্বলতা কোথায় ছিল। সান-ইয়াৎ-সেন দপ্তর পরিস্থিতি বিবেচনায় ঐক্যবদ্ধ শাসন ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে স্থায়ী করার জন্য ইউয়ানের হাতে যেভাবে ক্ষমতা প্রত্যার্পন করেছিলেন এবং ইউয়ান নিজের সুবিধা মত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কবর খুড়ে ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার সাহায্যে প্রমান করা যায় যে, বিদ্রোহীদের পক্ষে অন্তত বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নেতৃত্বের ভুলভ্রান্তি ছিল। অথবা প্রজাতান্ত্রিক মনোভাবে বিদ্রোহ প্রবল হয়নি। ১৯১২ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মাঞ্চু রাজবংশের শেষ প্রতিনিধি পদত্যাগ করে এবং পরে যে তাদের ঘোষণা জারী করা হয় সেখানে রাজা উল্লেখ করা হয়নি। তিনি ইউয়ান-সি-কাই-র হাতে ক্ষমতা অর্পন করেন।

গ) বিশেষ ভূমিকা :- চীনে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রজাতান্ত্রিক সম্মানকে প্রতিহত করার জন্য এবং ইউয়ান সিকাইকে আশ্রয় করে শোষনকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী রাষ্ট্রগুলি। ভূমিকা পালন করেছিল তা বিদ্রোহীদের সম্মানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক এইগুলোকে Dollar Diplomacy বলেন। বিদেশী রাষ্ট্রবর্গ এটা বুঝতে পেরেছিল যে, প্রজাতান্ত্রিক সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে এবং সেই কারনেই তাদের ভূমিকা ছিল প্রজাতন্ত্র বিরোধী।

(ঘ) সাং-চিয়াও-সেন এর মৃত্যু প্রজাতন্ত্রের ক্ষতি :- সাং-চিয়াও-সেন নামে

Scanned with CamScanner

একজন তৎকালীন বিখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান। ইউয়ান-সি-কাই নিয়োজিত একজন ব্যক্তির দ্বারা নিহত হন। তাঁর মৃত্যু চীনের প্রজাতন্ত্রের আন্দোলনের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল। চীনের ঐ: ১৯১৩ এর কয়েকজন সমর নেতা ইউয়ান সি কাই এর ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ বিদ্রোহ ঘোষণা তা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে ইউয়ান সি-কাই কুয়োমিন এর দলের বিরুদ্ধে জোর কদমে ওকেথাই হন ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহন করেন। এক্ষেত্রে বিদেশীদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ সাহায্য ইউয়ান কে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ঐতিহাসিক ক্লাইডের মতে বিদ্রোহের দুর্বলতার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য। সান-ইয়াৎ-সেন ইউয়ান সিকাই মত ভিত্তিহীন স্বার্থান্বেষীর সঙ্গে কোন আপোষ করতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এই ব্যাপারে তাঁর দলের লোকেদের রাজনৈতিক সচেতনতা কম ছিল। দলের অনেকেই চেয়েছিলেন কেবল মাঞ্চুদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করতে, আর যে সমস্ত প্রতি বিপ্লবীরা দলে অনুপ্রবেশ করেছিল তারা চেয়েছিল ইউয়ানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে।

(৬) ইউয়ানের ক্ষমতা দখলে চাতুর্য: ইউয়ান-সিকাই ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে যে চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার ফলে মাঞ্চু রাজবংশ ও বিদ্রোহীগন এঁকে উভয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং সেই ফাঁকে ইউয়ান সি কাই বিশাসঘাতকতার ভূমিকা পালন করেন। চক্রান্ত বাস্তবে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ইউয়ানের এমতো বিদেশীদের গোপন সাহায্য, বিদেশীদের মধ্যে উগ্র মধ্যপন্থীদের মতান্তর অনৈক্য ও নেতৃত্বের দুর্বলতা ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের চীনের বিদ্রোহকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিল। চীনে খুব অল্প সময়ের রিপাবলিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তার দ্রুত অবলুপ্তি হয়।

গুরুত্ব বা ফলাফল বা (১) দুর্বল-মাঞ্চুদের অবসান। (২) প্রাচীন রাজনৈতিক কাঠামো ধ্বংস ও শূন্যতা - (৩) ৪টি মাও আন্দোলন

প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় চীনে ১৯১১ খ্রিঃ এর বিপ্লব বহুলাংশে বিফল হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক চীনের ইতিহাসে এই বিপ্লবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথমত এই বিপ্লবের ফলে দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্থ মাঞ্চু শাসনের অবসান হয়। মাঞ্চু শাসন উচ্ছেদের যে স্বপ্ন চীনের মাঞ্চু বিরোধীরা দেখেছিল ২৫০ বছর ধরে অবশেষে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়। দ্বিতীয়ত মাঞ্চু শাসনের অবসানের সঙ্গে চীনে এক অত্যন্ত প্রাচীন রাজনৈতিক কাঠামো অর্থাৎ রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়। প্রাথমিক বিচারে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু কোন প্রকৃত গণতন্ত্র তৎক্ষনাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেইজন্য চীনের শক্তি কেন্দ্রে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যাহা ইউয়ান-সি-কাই বা তার পরবর্তী জঙ্গী নায়করা পূর্ণ করতে পারে নাই। ফলে চীনে দীর্ঘকাল অনৈক্য ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত ১৯১১ খ্রি: বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবিরা। তাদের বিদ্রোহ সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রী বিরোধীতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের বৃহত্তর মানস চেতনা প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ক্রমশ স্পষ্ট রূপ নেয়। এইভাবেই পুন প্রকাশ হত বিখ্যাত মে ফোর্থ আন্দোলন। সামন্ততান্ত্রিক মাঞ্চুদের যদি পতন না হতো তাহলে নিঃসংশয়ে মে ফোর্থ-এর ঐতিহাসিক আন্দোলনে নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত এবং বিলম্বিত হতো সুতরাং উপরিউক্ত বিচারে ১৯১১ খ্রিঃ বিপ্লব আপতদৃষ্টিতে অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও চীনের আধুনিক ইতিহাসে তার সুদূর প্রসারী ফল অনস্বীকার্য।

Scanned with CamScanner

প্রশ্নঃ ইউয়ান শি-কাইকে কি সমরবাদের জনক বলা যায়। (২৩)

উত্তর : ১৯১১ সালে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে যে বিপ্লব হয়েছিল তার দ্বারা মাঞ্চুদের কেবল পতন হয়নি সঙ্গে সঙ্গে চীন থেকে সুদীর্ঘকালের রাজতন্ত্রেরও পতন হয়েছিল। নানকিং-এর যে অস্থায়ীভাবে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। কিন্তু চীন সমস্যা থেকে মুক্ত হয়নি। বরং দেখা যায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র গভীর সংকটে পড়েছিল। প্রতিবিপ্লবী ও রাজতন্ত্রের সমর্থকরা প্রজাতন্ত্রের বিরোধীতা শুরু করেছিল। তারা ক্ষমতালোভী সেনানায়ক ইউয়ান-সি-কাই-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সানকে অসহায় করে দিয়েছিল। অভিজ্ঞ সেনানায়ক ইউয়ান-সি-কাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন।

ডাঃ সান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার পর শিশু প্রজাতন্ত্রের কর্ণধার হিসাবে ইউয়ান-সি-কাই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে শর্তসাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সেই শর্তগুলোকে মানার কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না। প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার কোনো প্রয়াস তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুনরায় স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার বাসনা তাঁর মধ্যে ছিল। সান দাবি করেছিলেন চীনের রাজধানী হবে নানকিং। কিন্তু ইউয়ান তা চাননি। সমরবাহিনীর বিশৃঙ্খলার অজুহাতে তিনি রাজধানী পিকিং থেকে নানকিং-এ সরাতে রাজি হননি। আসলে বিপ্লব প্রভাবিত নানকিংকে ইউয়ান পছন্দ করতেন না। শেষপর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন। পার্লামেন্টের ভোটে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পিকিং হবে প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। তাঁর এই সাফল্য এই ইঙ্গিত প্রদান করেছিল যে প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভালো নয়।

প্রশাসনিক সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তিনি নিজের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাং-শাও-ই অনুভব করেছিলেন তাঁর হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠ করে দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর চিন্তাধারা ইউয়নের স্বপ্ন পূরণে পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী তাং পদত্যাগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তুং-মেং-হুই দলের চারজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছিলেন। এর পর প্রজাতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। এ প্রজাতন্ত্রকে সঠিক অর্থে 'অলীক প্রজাতন্ত্র' বলা চলে।

কিন্তু ইউয়ান চতুরতার সঙ্গে বিপ্লবীদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। বিপ্লবী নেতাদের স তিনি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছিলেন। তিনি পিকিং-এ বিপ্লবের দুই শীর্ষনেতা সান-ইয়াৎ-সেন হুয়াং-শিং এর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিপ্লবী নেতাদের স আলোচনা করেই তিনি প্রশাসনের সবগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে রূপায়ণ করবেন। ডাঃ সানকে তিনি স দেশে রেলপথ নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিপ্লবী হুয়াং-শিংকে ক্যা হ্যাংকাও-সেচোয়ান রেলপথের প্রধান পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। বিপ্লবের শীর্ষ দুই নেত নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ইউয়ান নিজেকে বিপদমুক্ত করে রাখেন।

ইউয়ান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে নিজের হাত শক্ত করার জন্য কৌশল অব করেছিলেন। তিনি বিপ্লবী নেতাদের মতামত উপেক্ষা করে ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও জাপ

Scanned with CamScanner

এক যৌথ ব্যাংক থেকে চড়া সুদে আড়াই কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এই বিদেশী ঋণ গ্রহণকে কেন্দ্র করে ইউয়ানের সাথে বিপ্লবীদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ইউয়ানের দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিচারের দাবি তুলেছিলেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি ইউয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা সানকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি সমরনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানোর জন্য পুনরায় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। সানের বিদ্রোহকে ইউয়ান কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী KMT দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সানকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। সান জাপানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

উচ্চাকাঙ্খী ইউয়ান বিপ্লবীদের দমন করে আজীবন রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। পার্লামেন্ট ভেঙে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিল। তিনি ১৯১৩ সালের ১০ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি পার্লামেন্টকে অগ্রাহ্য করে পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। তাঁর এই ক্ষমতা বৃদ্ধিকে তিনি আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ১৯১৪ সালের ১৮ই মার্চ তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৬০ জন প্রতিনিধিকে ডেকে একটি জাতীয় সম্মেলন করেছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি নতুন সংবিধান ঘোষণার অধিকার পেয়েছিলেন। পয়লা মে তারিখে তিনি কনস্টিটিউশন্যাল কমপ্যাক্ট নামে এক সংবিধান ঘোষণা করেছিলেন। এই সংবিধান অনুযায়ী তিনি আমৃত্যু রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন বলে স্থির হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ পদ পাবেন তাঁর উত্তরাধীকারী। এই সময়ে তিনি কার্যত 'সম্রাট' উপাধি ছাড়া সম্রাটের সব ক্ষমতাই ভোগ করেছিলেন।

বিচক্ষণ এই রাষ্ট্রনায়ক খুব সর্তকতার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ফেলেছিলেন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি দেশ বিদেশে অনেক প্রচারক নিয়োগ করেছিলেন। তাদের কাজ ছিল ইউয়ানকে রাজপদে নিয়োগের জন্য জনমত তৈরী করা। দেশ ও বিদেশে তিনি এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করেছিলেন যে চীনে রাজপদে বসার তিনি যোগ্য মানুষ। আমেরিকার এক সংবাদ পত্র তাঁর প্রশংসা করে লিখেছিল তিনি পরিস্থিতির বিচারে একজন শক্ত মানুষ। রাজতন্ত্রের অনুকূলে সারা দেশে জনমত গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিনিধিরাও দাবি তোলেন ইউয়ান সম্রাট হোক। জুলিয়াস সিজারের মতো ইউয়ান এমন ভান করেন যে সম্রাট হওয়ার কোনো বাসনা তাঁর নেই। তাঁর বক্তব্য ছিল চীনের রাজমুকুট পরার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। ১৯১১ সালের বিপ্লবের সময় মাঞ্চু রাজপরিবার তাঁকে সিংহাসনে বসার প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে দেশে বিদেশের চাপে সম্রাট হতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন। ঠিক হয় তিনি ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সম্রাট পদে আসীন হবেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত রাজত্বের নাম দিয়েছিলেন হুংসিয়েন বা মহান শাসনতান্ত্রিক যুগ।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি চীনবাসী আর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনকে স্বীকার করবে না। এমনকি তাঁর অনুচররাও এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। ডাঃ সান জাপানে নির্বাসিত জীবনযাপন কালেই তাঁর জাতীয়তাবাদী দলকে সুসংহত করেছিলেন। দলের পুন গঠনের পরই তিনি ইউয়ানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ইউয়ান প্রদেশে গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল এবং ঐ প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কিয়েও-চাও, কোয়াংসি প্রদেশেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। সারা দেশব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দেশ বিদেশে বাধার সম্মুখীন হয়ে ইউয়ান তাঁর সিংহাসনে বসার দিন মুলতুবি রাখেন। তাঁর সম্রাট হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ১৯১৬ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যু তাঁর সম্রাট হওয়ার বাসনাকে অধরা রেখেছিল।।

Scanned with CamScanner

প্রশ্নঃ চীনে আত্মশক্তি আন্দোলনের পটভূমি, বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

উত্তরঃ পটভূমিঃ ১৮৩৯-৬০ খ্রীঃ এর মধ্যে বিদেশিদের সাথে যুদ্ধে চীনদেশের অপ্রত্যাশিত দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ১৮৪২ খ্রীঃ ব্রিটেনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত নানকিংয়ের সন্ধি, ৩ জুলাই ১৮৪৪ খ্রীঃ আমেরিকার সঙ্গে স্বাক্ষরিত ওয়াংসিয়া সন্ধি, ২৪শে অক্টোবর ১৮৪৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হোয়াম্পোয়ার সন্ধি চীনের সার্বভৌমত্ব খর্ব করে। অন্যদিকে ১৮৫০ খ্রীঃ শুরু হওয়া তাইপিং বিদ্রোহে চীন সরকার মহাসংকটের সম্মুখীন হয়। তাইপিং বিদ্রোহ চলাকালীন ১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ চীনের সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হলে ১৮৫৮ খ্রীঃ তিয়েনসিনের সন্ধির মাধ্যমে চীনকে বিদেশী শক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করতে হয় এবং চীন সরকার পাশ্চাত্য 'বর্বরদের' সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য 'সুংলি ইয়ামেন' প্রতিষ্ঠিত করে। সাময়িকভাবে অধিকতর লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পায়। এখন আত্মশক্তি অর্জনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে চীনের অস্তিত্ব যখন এইভাবে বিপন্ন তখন চীন সরকার ও চীনা বুদ্ধিজীবী চীনকে একটি সুস্থ, শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার মূলমন্ত্র হয় পাশ্চাত্য ধাঁচে চীনের সামরিক উন্নতি সাধন। "ইউরোপে যে শক্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে উঠেছে, একমাত্র সেই শক্তি দ্বারাই তাকে ঠেকান যায়, নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে, একবার পড়লে কোন কালে আর উঠবার উপায় থাকে না"। (রবীন্দ্রনাথ জাপানে পারস্যে) চীন সরকার পাশ্চাত্য প্রযুক্তি বিদ্যা, প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি আয়ত্ত করবার আয়োজন করে ১৮৬১-৯৫ খ্রীঃ এর মধ্যে। ১৮৬০ খ্রীঃ ইঙ্গ ফরাসী শক্তিদ্বয় কর্তৃক পিকিং অধিকারের পর ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ ১ম চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৫ বছর চীনে শান্তি বিরাজিত থাকে। এই সময়ে চীন আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হয়।

বৈশিষ্ট্যঃ ঐতিহাসিক হোসুয়েন আত্মশক্তি আন্দোলনকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। ১৮৬১ খ্রীঃ থেকে ১৮৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত চলেছিল ১ম পর্যায়। ১৮৭২ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চলেছিল দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চলেছিল তৃতীয় পর্যায়।

আত্মশক্তি আন্দোলনের ১ম পর্যায়ে (১৮৬১-৭২) পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে চীনা ছাত্রদের বিদেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। প্রযুক্তি বিদ্যা এবং কূটনীতিতে চীনা ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলার জন্য বেশ কিছু অনুবাদ কেন্দ্র এবং নতুন বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ নির্মাণ ও অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চীনের তৎকালীন রক্ষণশীল রাজপুরুষেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রযুক্তি বিদ্যা ছাড়া আর কোন কিছুই পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে শেখার নেই। বর্বরদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্বরদের উন্নত মানের কৌশল আয়ত্ত করা দরকার। এই পর্যায়ের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত সামরিক শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল প্রধানত সরকারী উদ্যোগে। দ্বিতীয়ত - আধুনিক সামরিক ও প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে বিদেশীদের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু বিদেশীদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে কিনা দেখা হয়নি। তৃতীয়ত - সরকারী

নিয়ন্ত্রিত সামরিক শিল্পগুলি আঞ্চলিক নেতাদের ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। ফলে এই শিল্পগুলিতে আঞ্চলিকতা ও আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আত্মশক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি ক্রমশঃ এই ধারণা স্পষ্ট করেছিল যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মূল ভিত্তি হল সম্পদ। একজনকে শক্তিশালী হতে হলে সম্পদশালী হতে হবে। আর [illegible] গড়ে তোলার অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসাবে উন্নতমানের যোগাযোগ, পরিবহণ ও শিল্প গড়ে তোলা। এই তথ্য চীনা রাজপুরুষেরা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে লি-হুং-চ্যাং ঘোষণা [illegible] "চীনের দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতার উৎস দারিদ্র"। ফলে আত্মশক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৭২-৮৫) সামরিক ও প্রতিরক্ষা শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সাথে জাহাজ নির্মাণ, রেলপথ, খনি, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নজর দেওয়া হয়। আত্মশক্তি আন্দোলনের এই পর্যায়ে সরকারী [illegible] শিল্পের পাশাপাশি আর এক নতুন ধরনের উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল, এই নতুন উদ্যোগকে বলা হত সরকারী তত্ত্বাবধানে বণিকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'চায়না মার্চেন্টস্' স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী' কাইপিং কোল মাইনস, সাংহাই কটন মিলস্ এবং ইম্পেরিয়াল টেলিগ্রাফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'।

আত্মশক্তি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় (১৮৮৫-৯৫) সামরিক ও নৌ-শিল্প গড়ে তুলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার [illegible] ১৮৮৫ খ্রীঃ বোর্ড অব অ্যাডমিরালিটি (Board of Admiralty) গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৫ পেইয়াং নৌবহর গঠিত হয়েছিল। কিন্তু একই সাথে এই পর্যায়ে হাল্কা শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে সম্পদশালী করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। দুটি নতুন ধরনের বাণিজ্যিক উদ্যোগ এই পর্যায়ে দেখা যায় সরকারী বেসরকারী বণিকদের যৌথ উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগ। এই ধরণের উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে বণিকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন [illegible] আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এই সম্পূর্ণ বেসরকারী শিল্প সংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল। শিল্পস্থাপনের যাবতীয় প্রয়াস ও বিনিয়োগের অভাব [illegible] জুড়ে ছিল বেসরকারী পুঁজি এবং উদ্যোগ। দুই ধরনের উদ্যোগই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

সীমাবদ্ধতাঃ কৃষিভিত্তিক কনফুসীয় চীনে শিল্পোদ্যম এবং বিভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ [illegible] ফলপ্রসূ হয়নি। উদ্ভুত অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য হেতু চীনের আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে সংস্কারজনক অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়। তার প্রমাণ মেলে ১৮৯৫ খ্রীঃ জাপানের হাতে চীনের পরাজয়ে। আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলির সীমাবদ্ধতার কারণগুলি নিম্নে আলোচনা হল।

(১) নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহযোজনের অভাব:

(ক) আত্মশক্তির বৃদ্ধি সম্পাদনের মুখ্য দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর। যথা লি হুং চাং ইত্যাদি। একদিকে যেমন তারা সম্রাট বা কেন্দ্রিয় চিং দরবারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত থাকেন, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের মধ্যেও কোন সহযোগিতা বা সহযোজন বজায় রাখতে পারেন নি।

(খ) আত্মশক্তির বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দান করেন তাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা, অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন করা এবং সেই সঙ্গে নিজেদিগকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থাপিত করা। আত্মশক্তি বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে তারা চীনকে নবরূপে পুনর্গঠিত করবার কথা ভেবেন নি।

Scanned with CamScanner

ঔপনিবেশিক [illegible] থেকে বিচ্ছিন্ন। তেমনি বিচ্ছিন্ন ছিল [illegible] বণিক সম্প্রদায় সরকারী নিয়োগ [illegible]
থেকে।

(৫) মূলধনের অভাব

তৎকালীন চীনে মূলধনের যোগান ছিল অত্যন্ত সীমিত। ফলে [illegible] সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ [illegible] যার ফলে লগ্নি পুঁজি [illegible] পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে [illegible] মূলধন গঠনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হত [illegible]

(৬) বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃক [illegible]

১৮৭০ খ্রিঃ জাপান কর্তৃক [illegible] আক্রমণ ১৮৮৩ খ্রিঃ [illegible] পশ্চিমাংশে [illegible] ১৮৮৩-৮৫ খ্রিঃ মধ্যে চীন-ফ্রান্স সংঘর্ষ, প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ [illegible] জন্য চীন সরকারকে সামরিক খাতে [illegible] ব্যয় বরাদ্দ করতে হয়। ফলে [illegible] শক্তি আন্দোলন বিঘ্নিত হয়।

(৭) [illegible]

আত্মশক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগে চীনে যে সব [illegible] হয় সেগুলি ছিল পাশ্চাত্য [illegible] ইত্যাদি। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য [illegible] সমূহ থেকে দূরে থাকেন। [illegible] আন্দোলন [illegible]
হয় [illegible] পরিচিত হয় সীমিত।

(৮) [illegible]

চীনা সমাজের প্রাচীন [illegible] অধীন রাজকর্মচারী বৃন্দের মধ্যে সংখ্যা [illegible] আধুনিকীকরণের উপযোগী ব্যবস্থাদি গ্রহণ [illegible] শক্তি আন্দোলনের [illegible] সীমিত হয়ে পড়ে।

সমাপ্ত

প্রশ্নঃ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাপানের শিল্পায়ন আলোচনা কর।

উত্তরঃ মেইজি যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আধুনিক রাষ্ট্রোপযোগী অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা। মেইজি সরকার শিল্পভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতিতে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করে এবং সেই পরিকল্পনাকে খুব সার্থকভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। শোগানযুগে জাপানের অর্থনীতি প্রধানত ছিল কৃষিভিত্তিক এবং মেইজি শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে জাপান শিল্প গঠনে মনোনিবেশ করে।

মেইজি সরকার ভারী ও হালকা এই উভয় প্রকার শিল্পই গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়। শোগুনদের শাসনকালে ডাইমোগণের অনেকে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে। সাতসুমার ডাইমোগণ কেপোসিমাতে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানাও তৈরি করেছিল। নাগাসাকিতে শোগানদের তত্ত্বাবধানে লৌহ ঢালাইয়ের কারখানা গড়ে উঠেছিল। মেইজি সরকার এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজের অধিকারভুক্ত এবং দেশের যাবতীয় খনিজ সম্পদ— স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি — জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে। মেইজি যুগে কয়লা-উত্তোলন শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে খনি শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একশত কোম্পানি গড়ে ওঠে। যাদের মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৩৯ মিলিয়ন ইয়েন এবং তাদের অধীনে ছিল একলাখ সাতাত্তর হাজার খনিজীবী। তেল নিষ্কাশন শিল্পও মেইজি যুগে বিস্তার লাভ করে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপান অয়েল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তেলের উৎপাদন তেত্রিশ হাজার পিপা থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়ায় $১\frac{১}{৪}$ মিলিয়ন পিপায়।

নাগাসাকি ইউরোসুক ও কোবা অঞ্চলে তিনটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়। বিদেশ থেকে সমুদ্রবাহী জাহাজ ক্রয় করা হয়, এই জাহাজ পরিচালনার জন্যে বিদেশী নাবিক নিয়োগ করা হয়। এমনকি দেশের যুবকদের নৌবিদ্যায় পারদর্শী করার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে নৌবিদ্যা কুশলী-বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা হয়। ১৮৯৪-৯৫ ও ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানের জাহাজ শিল্প দ্রুত উন্নতি করে। এই সময় কয়েকটি নতুন জাহাজ কোম্পানী গঠিত হয় এবং নতুন নতুন বাণিজ্য পথে জাপানের জাহাজ পরিচালিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে জাপানের জাহাজ শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাপানে কোন ভারী শিল্প ছিল না। কিন্তু একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেইজি সরকারের মালিকানায় ছিল ৪টি জাহাজ নির্মাণের কারখানা, ৫১টি বাণিজ্য পোত তৈরির কারখানা, ৫টি গোলাবারুদের কারখানা, ৫২টি অন্যান্য কারখানা, ১০টি খনি, ৭৫ মাইল দীর্ঘ রেলপথ এবং বিভিন্ন শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। ১৮৭৮ থেকে

Scanned with CamScanner

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই শিল্পায়ন সম্ভব হয়।

ভারী শিল্পের মতো মেইজি যুগে হালকা শিল্পের অগ্রগতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মেইজি সরকার শ্রম শিল্প বিভাগ গঠন করে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতো হিরোবুমি এই বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রীত্বকালে হালকা ও বেসামরিক শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। নানারূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, সাদা ইটের কারখানা, কাঁচপ্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি টোকিও শহরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময় সোডিয়াম কার্বনেট, ব্লিচিং পাউডারের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে কার্পাস বস্ত্র, রেশমবস্ত্র, পশমবস্ত্র এবং তুলা সংক্রান্ত অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে। ১৮৭৭ - ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মেইজি সরকার পশম শিল্পের উন্নতির জন্য জার্মান বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি মিল স্থাপন করে। সেনাবাহিনীর পোশাকের জন্য পশমের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং পশমের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিতে থাকে। বয়নশিল্পের উন্নতির জন্য সাতসুমার ডাইমোপণ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং লন্ডন থেকে রেশম তাঁত এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত কারখানা পরে মেইজি সরকার অধিগ্রহণ করে। সরকারের প্রচেষ্টায় ১৮৮১ ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বয়ন শিল্পের আরও দুটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই ভাবে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে জাপানের তুলা উৎপাদন ও বয়ন শিল্পের উন্নতি ঘটে। প্রথম দিকে আধুনিক যন্ত্রচালিত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৭২ খ্রী: মধ্যে সরকারের উদ্যোগে এইরূপ তিনটি কারখানা স্থাপিত হয়। হনসু দ্বীপ রেশম শিল্পের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র পরিণত হয়।

মেইজি যুগে শিল্পের এই উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি। মেইজি সরকার দেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। দেশের অভ্যন্তরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মোটর যান ও রেলগাড়ির প্রচলন করা হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের প্রথম রেলপথ তৈরী হয়। ১৮ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথ ইয়াকোহামার সঙ্গে টোকিওকে যোগ করে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ মাইল রেলপথ তৈরী হয় এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১২২ মাইল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ডাকঘর স্থাপিত হয় এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের সুব্যবস্থা হয়।

মেইজি যুগে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮০-এর দশকে জাপানের ভারী ও হালকা শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। কিন্তু ১৮৯০ দশকের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জাপানের শিল্পের উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। তবে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কয় বছরে পুনরায় শিল্পের উন্নতি ঘটে। ১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধের পর শিল্পের অগ্রগতি আরও দ্রুত হয়ে ওঠে।

[redacted] [redacted]

উঃ উত্তরঃ—

প্রশ্নঃ চীনের তুং-চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার (১৮৬২-৭৪) প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তরঃ মাঞ্চু সম্রাট সিয়েন-ফেং এর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র সেই-চুং তুংচি রাজ উপাধি নিয়ে ১৮৬২ খ্রীঃ চীনের সিংহাসনে বসেন। তুং-চি শাসনের স্থায়িত্বকাল ছিল ১৮৬২-৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। বালক সম্রাট সেই-চুং এর রাজত্বকালে ইতিহাসে তুং-চি পুনরুদ্ধার নামে খ্যাত, তুংচি পুনরুদ্ধার জাপানের মেইজি পুনরুদ্ধারের মত সম্রাটের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার নয়, কারণ এখানে সম্রাটের ক্ষমতা কেউ অবৈধভাবে দখল করেন। এখানে তুং-চি পুনরুদ্ধার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অন্য অর্থে। অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও অশান্তির ফলে চীনে লুপ্ত প্রায় প্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শকে পুনরুদ্ধার এবং বহিঃ আক্রমনের ফলে চীনের যে দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছিল, সেই দুর্বলতার স্থলে শক্তিসঞ্চয় করাই ছিল তুংচি পুনরুদ্ধারের মূল বৈশিষ্ট্য বা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনটি কর্মসূচী গৃহীত হয় (১) প্রাচীন ঐতিহ্যগত ভিত্তিতে চীনা সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কনফুসীয় বেসামরিক শাসনের পুনঃপ্রচলন। (২) কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করা। (৩) বিদ্রোহ দমনে সকল প্রকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া কনফুসীয় নীতি অনুসারে আমলাতন্ত্রের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পরীক্ষাগুলি পুনরায় প্রচলন করতে এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনের কাজের নিয়মানুবর্তিতা ও দুর্নীতি দূরীকরণের প্রচেষ্টা এবং আত্মশক্তি সঞ্চয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তুং-চি পুনরুদ্ধারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আধুনিক কূটনৈতিক রীতি নীতি গ্রহণ। অবশ্য এর পাশাপাশি চীন পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তার পুরনো 'Tributary System'কে অনুসরণ করত। অর্থাৎ পুনরুদ্ধারের যুগে চীন নতুন-পুরাতন ধারাকে পাশাপাশি রেখে চলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলোচনা সময় থেকে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করা সন্ধির শর্তাদি পালন করা, সাধারণ বুদ্ধি ভিত্তিক ন্যায় বিচার করা ইত্যাদি আদর্শ গৃহীত হয়। এই নীতি অনুসারে বিদেশী শক্তি গুলির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য চীনে একটি আধুনিক বৈদেশিক কার্যালয় গড়ে ওঠে, যা সুং-লি-ইয়ামেন নামে পরিচিত। সুতরাং এই বিদেশ দপ্তর ছিল রেস্টোরেশন কালীন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ প্রিন্স কুংকে সভাপতি করে এই দপ্তরটি গড়ে ওঠে। চীনের আধুনিকতা প্রসারে এবং বিদেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বৈদেশিক সম্পর্ক নিধারণ ছাড়াও আরও দুটি দপ্তর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল শুল্ক দপ্তর ও বৈদেশিক ভাষা দপ্তর। বহিঃবানিজ্যিক শুল্ক আদায় প্রনালীর উন্নতিকল্পে সামুদ্রিক শুল্ক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক শুল্ক সংস্থা নামে দুটি শুল্ক বিভাগ গড়ে ওঠে। ফলে চীনের শুল্ক ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য W.A.P Martin, Henry Wheaton প্রনীত 'Elements of International Low' গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

Scanned with CamScanner

: সমাপ্ত :

Scanned with CamScanner